অথঃ মারীচ কথা

দেবকুমার সোম

অনুষ্টুপ প্রকাশনী
২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

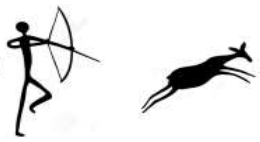

আগে যা ঘটেছে...

মারীচ দেখে মুনি বিশ্বামিত্র পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর চোখে, ঠোঁটের কোণে ক্রমশ ফুটে উঠছে জিঘাংসা। আর অযোধ্যার দুই কিশোরের শরীর জুড়ে চাপা উল্লাস। মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে তার মা আর ভাইয়ের দেহ। যজ্ঞের আগুন ততক্ষণে নিভে এসেছে; বিষের ধোঁয়া মিলিয়ে গিয়ে শিশিরের চাদরে ঢেকে যাচ্ছে যজ্ঞজমি। মৃত্যুশোকে আচ্ছন্ন মারীচ পেছনে পা ফেলে ধীরে ধীরে ... এখন তার হাতের ধনুক নীচে নামানো ... লক্ষ্যহীন। পেছনে পা ফেলে ধীরে কেউ কিছু আশঙ্কা করার আগেই মারীচ হরিণের বেগে লাফ মারে নিকষ অন্ধকারে।

... মারীচ ছুটে চলেছে অন্ধকারের পেটের ভেতর, গভীর জঙ্গলের অগস্ত্যপথে। সে ছুটে চলেছে দক্ষিণ বরাবর ভারত মহাসাগরের দিকে...

পলায়নকাণ্ড

Barricades close the streets but open the ways

তার সামনে মৃত্যু। পেছনে অন্ধকার। অন্ধকার এখানে মৃত্যুরই আরেক নাম। ফলে দু'মুখো দুই মৃত্যুর ঠিক মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে আছে মারীচ। দাঁড়িয়ে আছে তার এই পনেরো বছর বয়েসের জীবন। কনফিউজড্। নিরস্ত্র। অসহায়। যেন ব্যাধের বর্শার নিশানায় সন্ত্রস্ত হরিণছানা। একটু নড়লেই নির্ঘাত খুন হয়ে যাবে। সে জানে আর্যদের চাইতে নিষ্ঠুর, ভয়ানক আর অবিবেচক শিকারি জঙ্গলমহল আগে কখনো দেখেনি। এরা হাসতে হাসতে মানুষের কলজে ফুটো করে দিতে পারে। খুন করার আগে বিবেচনা করে না কেন মানুষ খুন? প্রশ্ন, প্রতিপ্রশ্নের ধার-পাশ দিয়ে তারা যায় না। আর হিউম্যান রাইটস? মানবাধিকার? এখানে সবটাই এনকাউন্টার। এখন এই মুহূর্তে মারীচের মুখোমুখি তির-ধনুক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রাষ্ট্র স্বয়ং। মরলে শহিদের মর্যাদাটুকুও সে পাবে না। তার পেছনে আবার নিকষ অন্ধকার। সেখানে কোনো চারপেয়ে নরখাদক লুকিয়ে থাকতে পারে শিকারের সন্ধানে। ফলে তার পেছনেও ঘাপটি মেরে রয়েছে মৃত্যু। তবে রাষ্ট্রীয় ডালকুত্তাদের চাইতে তারা খানিক বিশ্বাসযোগ্য। জংলি জানোয়ারের দল আত্মরক্ষার তাগিদে মানুষকে আক্রমণ করে, তার জন্য অং বং চং মন্ত্র আওড়াতে হয় না। সাত-পাঁচ বিবেচনা করে মারীচ পেছনের অন্ধকারেই ঝাঁপ মারে। এর মধ্যে যজ্ঞের জায়গায় সাময়িক হতচকিত অবস্থা কাটিয়ে তাপসেরা ধনুক তুলে নিয়েছে হাতে। বেঁচে যাওয়া বাকি রাক্ষসগুলোকে নিকেশের জন্য তাদের হাত এখন নিশ্চয় নিশপিশ করছে?

তপোবনের মাঝখানে মহর্ষির যজ্ঞজমি। জমিটা গোলাকার। গো-চোনায় লেপা-পোছা। গেরস্তগিরি ফুটে আছে। যজ্ঞজমির উত্তরদিকে ঢিপি। দক্ষিণ আবার তেমনই নীচু। মনে হয় গড়িয়ে গড়িয়ে নদীর দিকে চলে গেছে। কিন্তু কোন নদী? কোন জঙ্গল? মারীচের জানা নেই। তারা যে-পথে যজ্ঞ ভণ্ডুল

করতে এসেছিল তা উত্তর দিকের মহাবন; শেষ হয়েছে তপোবন সীমানায় এসে। জঙ্গলে গেরিলা হামলার জন্য উঁচু জায়গা নিরাপদ ধরা হয়। যেমন গাছ। নদীবাঁধ। ঢিপি কিংবা টিলা। ওপর থেকে নজর অনেকটা দূর অবধি ছড়িয়ে থাকায় অপনেন্টকে পালটা মার দেওয়া সুবিধেজনক। গুপ্তচরের মুখে স্থানীয় ভূগোল জেনে নিয়েই এই হামলার প্রস্তুতি। যে-রাস্তায় তারা এসেছিল; তার শেষ সীমায় ঢিপি। উলটোদিকে ঢালু জঙ্গল। তপোবন পার করে দক্ষিণের রাস্তা তাই অজানা থেকে গেছে। আর যেহেতু জেতার সম্ভাবনা মাথায় রেখেই তারা এসেছিল, পালাবার পথ সম্পর্কে তেমন কোনো হিসাব তাদের ছিল না।

একে মুনির ওপর হামলা, তার ওপর দলে ভরসার লোক নেই। বাধ্য হয়েই তাই মারীচকে দলে নেওয়া হয়েছে। তার বাপ বেঁচে থাকলে এমনটা নিশ্চিত হত না। এখন যোদ্ধারা সব মরে-হেজে যাওয়ায় তার মতো কিশোরের নির্বাচন একরকম বাধ্যতামূলক বলে চলে। তবে তার মায়ের পেটের ভাই সুবাহু, যার বয়স এখন মাত্র দশ বছর, তাকে কেউ নির্বাচন করেনি। এমনকি জানগুরু সুকেতুও নন। ব্যাটা কারো কোনো শাসন-বারণ কানে তোলেনি। দশ বছর বয়সেই কী এক রোখ তার মাথায়? খুনি অগস্ত্যর চেলা মুনি বিশ্বামিত্রকে সে নিজের হাতেই নিকেশ করবে। জঙ্গলে হাতি-মায়ের পায়ে পায়ে ঘুরতে ঘুরতে হাতির ছানা হঠাৎ যেমন বিপদের সামনে চলে আসে, এই গেরিলা হামলায় সুবাহুর যোগদান আর শহিদ হওয়া তেমনই করুণ পরিণতি। রাষ্ট্র অবশ্য গলার শির ফুলিয়ে বলবে কাপুরুষ জংলিরা নিজেদের বাঁচাতে মেয়েমানুষ আর শিশুদের মানবঢাল করেছে। তবে যুদ্ধনীতি নিশ্চয় তেমন একতরফা নয়?

যুদ্ধ হবে। খুনোখুনি হবে। এমনটা ভাবা হয়নি। জানগুরুর হিসাবে তারা জেনেছিল দশ দিনের এই যজ্ঞ বন্ধ না হলে জঙ্গলে সংকট শুরু হবে। সংকট শুধু মানুষের নয়, গাছপালা, জন্তু-জানোয়ারেরও। লুট হবে বুনো সম্পদ। লুট হবে খনিজ সম্পদ। রাষ্ট্রের মদতে মাল্টিন্যাশানালরা জঙ্গলের কেন্দুপাতা, কাঠ থেকে শুরু করে অভ্র, তামা, সব লুট করে নিয়ে যাবে। তাই জানগুরুর পরিকল্পনা ছিল যখন হোম হবে, তাপসেরা গায়ত্রী ছন্দে আবৃত্তি করবে: ‘হে ঋত্বিকগণ! আমাদের যজ্ঞে ইন্দ্রকে কামনা করি। ইন্দ্র আমাদের সখা। তিনি সর্বগামী। আমাদের শত্রুদের নিধনকারী। তিনি অন্ন দিয়ে আমাদের সংঘবদ্ধ